দৈনিক বাংলা

৫৫৪

তারিখ ... 06 MAR 1986
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৭

06 MAR 1986

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সীমিত সম্পদের সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ও বিদেশ হতে সংগৃহীত সকল তথ্যের সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য সুসংগঠিত এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক বুনিয়াদ থাকা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যাবলী সংগ্রহ, তালিকাবন্ধকরণ ও সংরক্ষণের দায়িত্বে কয়েকটি সংস্থা রয়েছে।

উপযুক্ত ও দক্ষ পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ একটি তিন স্তর-বিশিষ্ট জাতীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব করা যায়ঃ

ক। **কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রঃ** একজন উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রের প্রধান হবেন। বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তাঁকে সহায়তা করবেন। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত মৌলিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবেঃ

ক। কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ এবং তালিকাভুক্তি, খ। ডেটা লাইন সংযোগ এবং ডকুমেন্টেশন-এর জন্য কেন্দ্রীয় সুযোগসুবিধা, গ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টেশন সংস্থাসমূহের সহিত সংযোগ রক্ষা এবং ঘ। জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রসমূহের উপর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ।

বর্তমানে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদের একটি ইউনিট হিসাবে ক্রিয়াশীল বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্রকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র হিসাবে উন্নীত করা হবে। জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার এই কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের একটি অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে।

খ। সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত চারটি উপবিভাগ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ের তথ্য আদান-প্রদানে নিয়োজিত থাকবেঃ

ক। **ভৌত বিজ্ঞান উপবিভাগে** সমস্ত ভৌত, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান এবং পারমাণবিক বিষয়ে ডকুমেন্টেশনের সুবিধাদি থাকবে। খ। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন উপবিভাগে কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, পল্লী উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হবে। গ। চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞান উপবিভাগে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান, গণস্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। ঘ। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উপবিভাগে প্রকৌশল বিষয়াদি, স্থাপত্য বিদ্যায়, পরিকল্পনা, জ্বালানি, প্রযুক্তি, পরিবেশ, বাসস্থান, যোগাযোগ, পরিবহণ, পানি সম্পদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে।

উল্লিখিত চারটি উপবিভাগেই নিজ নিজ তথ্য সংরক্ষণ, ডকুমেন্টেশন, প্রতিলিপি এবং মাইক্রোফিলম/মাইক্রোফিস করার সুবিধাদি থাকবে। চারটি উপবিভাগ সরাসরিভাবে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ করবে।

গ। **প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবলীঃ** যাবতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (গবেষণা শিক্ষামূলক) তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টেশন সুবিধা থাকবে। এইসব গ্রন্থাগার তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদান প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপবিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালায় প্রেরণ করবে।

উল্লিখিত তিন পর্যায় বিশিষ্ট কর্মসূচীতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যকলাপের কাঠামো প্রণয়নকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অনুদান নিশ্চিতকরণঃ যে কোন জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সাধারণত তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ গবেষণা এবং উন্নয়ন খাতে ব্যয় করে থাকে।। অনেক ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ ফলাফলের বিপণনযোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সামাজিক বিচারে তাদের সার্বিক উপযোগিতা নিশ্চিতকরণার্থে উক্ত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বর্ণিত হারের চাইতেও কয়েকগুণ বেশী হয়ে থাকে। (ক্রমশঃ)